চিংড়ি হ্যাচারির জন্য অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা

(মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১)

Compliance Guidelines for Shrimp Hatchery

(Fish Hatchery Act, 2010 & Fish Hatchery Rules, 2011)

স্ট্রেংদেনিং অব ফিশারি অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার ফুড সেফটি
অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (বেস্ট প্রকল্প)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

চিংড়ি হ্যাচারির জন্য অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা

(মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১)

Compliance Guidelines for Shrimp Hatchery

(Fish Hatchery Act, 2010 & Fish Hatchery Rules, 2011)

স্ট্রেংন্দেনিং অব ফিশারি অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার ফুড সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (বেস্ট প্রকল্প)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

মুখবন্ধ

গুণগতমানসম্পন্ন ও নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের জন্য বিশুদ্ধ কৌলিকতাত্ত্বিক গুণাবলীসম্পন্ন এবং সুস্থ-সবল মৎস্য পোনা অধিক উৎপাদন প্রাপ্তির অন্যতম প্রধান শর্ত। বর্তমানে প্রণোদিত উপায়ে হ্যাচারি থেকে প্রায় শতভাগ রেণু উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু উৎপাদিত রেণুর গুণগতমান নিশ্চিত করা না হলে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ মানের রেণুর অভাবে কাঙ্ক্ষিত পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ব্যাহত করবে।

দেশের মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুণগতমানসম্পন্ন রেণু, পোস্ট লার্ভি ও পোনা উৎপাদনের নিমিত্ত যথাযথভাবে মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন এবং সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সার্বজনীন নীতি ও পদ্ধতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১, প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশে বিশুদ্ধ কৌলিতাত্ত্বিক গুণাবলীসম্পন্ন এবং সুস্থ-সবল মৎস্য/চিংড়ি পোনা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রেক্ষিতে গুণগতমানসম্পন্ন ও নিরাপদ মৎস্য/চিংড়ি পোনা উৎপাদনের নিমিত্ত লাগসই প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১-এর প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস করে চিংড়ি হ্যাচারির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা প্রণয়ণ করা হয়েছে। এ নির্দেশিকা যথাযথ অনুসরণ করে হ্যাচারি পরিচালনাকারীগণ মৎস্য হ্যাচারি আইন ও বিধিমালার যথাযথভাবে বাস্তাবায়ন করে অধিক আর্থিক লাভের পাশাপাশি গুণগতমানসম্পন্ন নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। নির্দেশিকাটি প্রণয়ন ও মুদ্রণে মৎস্য অধিদপ্তর ও UNIDO কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন BEST-BFQ প্রকল্পের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমি এ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

(সৈয়দ আরিফ আজাদ)
মহাপরিচালক

মূল কমপ্লায়েন্স সংকলন

অমিতোষ সেন
সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার

সম্পাদনা

ছালেহ আহমদ
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, বেস্ট প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ফেরদৌস আহমেদ
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার

মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা

মোহাম্মদ জাহের
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, সামদ্রিক কেন্দ্র, কক্সবাজার

অধ্যাপক ড. মোঃ আইয়াজ হাসান চিশতি
বিভাগীয় প্রধান, এফ.এম.আর.টি. ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

মাসুদ সাইফুল আজিম
এম. কে. এ. হ্যাচারি, সোনারপাড়া, উখিয়া, কক্সবাজার
সভাপতি, শ্রিম্প হ্যাচারি এ্যসোসিয়েশান অব বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি

খন্দকার রাশিদুল হাসান
জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী, বেস্ট প্রকল্প, ঢাকা

ড. টি.এস. শেঠি
টেকনিক্যাল এডভাইজার, বেস্ট-বিএফকিউ, ইউনিডো

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ন্যাশনাল এক্সপার্ট, বেস্ট-বিএফকিউ, ইউনিডো

ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন
ন্যাশনাল এক্সপার্ট, বেস্ট-বিএফকিউ, ইউনিডো

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ

সোক কম্পিউটার

অর্থায়নে

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), নোরাড (NORAD)

প্রকাশনায়

স্ট্রেন্দেনিং অব ফিশারি অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার ফুড সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ, বেটার ওয়ার্ক অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রোগ্রাম-বেটার ফিশারিজ কোয়ালিটি (বেস্ট-বিএফকিউ), ইউনিডো

মুদ্রণ

সোক কম্পিউটার
৮৩ সাইন্স ল্যাবরেটরি রোড (২য় তলা), ধানমণ্ডি,
ঢাকা-১২০৫, ফোন : +৮৮০২ ৯৬১৫৭৪০
ই-মেইল : sokdtp@gmail.com

Publication

December 2014

Cover

SOK Computer

Funding Support

Europian Union (EU), NORAD

Published by

Strengthening of Fishery and Aquaculture Food Safety and Quality Management System in Bangladesh, Department of Fisheries, Better Work and Standards Programme-Better Fisheries Quality (BEST-BFQ), UNIDO

Printed by

SOK Computer
83 Science Labratory Road (1st floor), Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone : +8802 9615740
E-mail : sokdtp@gmail.com

চিংড়ি হ্যাচারির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা

মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১

উদ্দেশ্য

দেশে যথাযথভাবে চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন এবং এর সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, গুণগত মানসম্পন্ন পি.এল. উৎপাদন এবং এর মাধ্যমে চিংড়ি সম্পদের কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন শর্তাবলী নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে এসব শর্তাবলী ও এতদসংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহের আলোকে আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং দেশের সকল চিংড়ি/মৎস্য হ্যাচারি সমূহকে সরকারী নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়। চিংড়ি হ্যাচারি মালিকগণ এসব আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে পালন করলে দেশের চিংড়ি হ্যাচারি সেক্টরের শৃঙখলা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিংড়ি খাতের ভূমিকা অধিকতর গতিশীল ও ফলপ্রসূ হবে।

আইনগত ভিত্তি

চিংড়ি হ্যাচারিসমূহকে নিবন্ধনের আওতায় এনে উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। চিংড়ি হ্যাচারির ক্ষেত্রে অনুসরণীয়/প্রতিপালনীয় দিকসমূহ/শর্তাবলী এসব আইন ও বিধিমালার আলোকে সংকলন করা হয়েছে। এসব আইন ও বিধিমালা নিম্নরূপ -

১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০।
২. মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১।

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্য। তাই নিরাপদ খাদ্য হিসেবে চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দেশের চিংড়ি হ্যাচারি সমূহের জন্য অনুসরণীয় শর্তাবলীর মধ্যে ভোক্তা রাষ্ট্র এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ই.ইউ, ইউ.এস.এফ.ডি.এ, ইসি ইত্যাদি সংস্থার প্রত্যাশা এবং বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের প্রতিফলন রয়েছে। যেমন -

১. মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত)।
২. ইসি নির্দেশিকা ২৩৭৭/৯০, ২৬ জুন ১৯৯০ এর সংযুক্তি ৪।
৩. USFDA এবং NFI অনুমোদিত ২১ সিএফআর -৫২২-২৫০৩ ইত্যাদি।
৪. FAO Code of conduct for Responsible Fisheries।

মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ এর আলোকে

চিংড়ি হ্যাচারির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
১	মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এর প্রাধান্য	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০, এর ধারা-৩	অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কিছু থাকলেও মৎস্য/চিংড়ি হ্যাচারি নিবন্ধন ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বদা এ আইনের বিধানাবলীর প্রাধান্য থাকবে। অর্থাৎ অন্য কোন আইনে যাই থাকুক না কেন, মৎস্য/চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এ আইনের প্রায়োগিক অগ্রাধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে।
২	মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-৫	নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতীত মৎস্য হ্যাচারি পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ মৎস্য হ্যাচারি স্থাপন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন কর্মকর্তা বা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট থেকে নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
৩	নিবন্ধনের প্রক্রিয়া	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-৪ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১এর বিধি-৩, ৪, ৫	• নিবন্ধনের জন্য ১০০/- টাকা আবেদন ফি পরিশোধ পূর্বক নিবন্ধন কর্মকর্তা অর্থাৎ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকটে চালানের কপি সহ ১নং ফরমে আবেদন করতে হবে। • নিবন্ধন কর্মকর্তার পরিদর্শণে সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ৫,০০০/- টাকা নিবন্ধন ফি পরিশোধ পূর্বক চালানের কপি ও অন্যান্য কাগজপত্র পেশ করা হলে ২নং ফরম অনুযায়ী ১ বৎসর মেয়াদী নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা হবে।
৪	নবায়নের প্রক্রিয়া		• নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তির্ণ হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে ১০০/- টাকা আবেদন ফি পরিশোধ পূর্বক নিবন্ধন কর্মকর্তার নিকটে চালানের কপি সহ নিবন্ধন নবায়নের জন্য ১নং ফরমে আবেদন করতে হবে। • নিবন্ধন কর্মকর্তার পরিদর্শণে সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ৩,০০০/- টাকা নবায়ন ফি পরিশোধ পূর্বক চালানের কপি পেশ করা হলে ২নং ফরম অনুযায়ী পরবর্তী ১ বৎসরের জন্য নিবন্ধন সনদ নবায়ন করা হবে।
৫	নিবন্ধন গ্রহণ/নবায়নের জন্য আবশ্যকীয় দলিল-পত্রাদি	মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ এর ধারা-৪ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ এর বিধি-৩ ও ৫	• ১নং ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র। • নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে (১-৪৪৩১-০০০০-২৬৮১/১-৪৪৩১-০০০০-১৮১৬) নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ৫,০০০/- টাকা এবং নবায়নের ক্ষেত্রে ৩,০০০/- টাকা ফি পরিশোধের চালানের মূল কপি। • গুণগত মানসম্পন্ন পি.এল. উৎপাদনের হলফনামা (বিধিমালা ২০১১ এর তফসিল-৬)। • হ্যাচারির বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা (বিধিমালা ২০১১ এর তফসিল-১০ এর ছকপত্র-১)।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
			• সংশ্লিষ্ট বছরে হ্যাচারির কার্যক্রমের বিবরণ (বিধিমালা ২০১১ এর তফসিল-১০–এর ছকপত্র-২)। • সংশ্লিষ্ট বছরে হ্যাচারির বিস্তারিত ব্যয়ের প্রাক্কলন (বিধিমালা ২০১১ এর তফসিল-১০–এর ছকপত্র-৩)। • হ্যাচারির কারিগরী ও সাধারণ জনবলের বিবরণ (বিধিমালা ২০১১ এর তফসিল-১০–এর ছকপত্র-৪)। • আবেদনকারীর আয়কর পরিশোধের হালনাগাদ সনদের সত্যায়িত অনুলিপি। • আবেদনকারীর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি। • আবেদনকারীর জাতীয় পচিয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি। • আবেদনকারীর হালনাগাদ ট্রেড-লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি। • আবেদনকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৬	হ্যাচারি নিবন্ধন ও পরিচালনার সাধারণ এবং বিশেষ শর্তাবলী	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ এর বিধি-৪(১) এবং ৪(২)(খ)	১. হ্যাচারির জমির পরিমাণ ন্যূনতম ০.৭৫ একর হতে হবে। ২. হ্যাচারিতে কমপক্ষে ৫ লক্ষ পি.এল. উৎপাদনের ক্ষমতা থাকতে হবে। ৩. বিদ্যুৎ সংযোগ বা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটর থাকতে হবে। ৪. ডিজেল অথবা বিদ্যুৎ চালিত মোটরযুক্ত অগভীর/গভীর নলকূপ/লো-লিফট্ পাম্প থাকতে হবে। ৫. লবণাক্ত ও স্বাদু পানি সংগ্রহ, মজুদ, শোধন, পরিশ্রুতকরণ, থিতানো, ইত্যাদির পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৬. বায়ু সঞ্চালনের সুবিধাসহ ওভারহেড ট্যাংক, হ্যাচারির সেড, পরিপক্ব চিংড়ি প্রতিপালন ইউনিট, প্রজনন জলাধার বা ডিম ফুটানোর জলাধার, নপ্লি/লার্ভা উৎপাদন ইউনিট, পি.এল. প্রতিপালন ইউনিট, আর্টিমিয়া হ্যাচিং ইউনিট ইত্যাদি থাকতে হবে। ৭. অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকতে হবে। ৮. পরিবেশসম্মত পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বর্জ্য নিঃসরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৯. খাদ্য ও সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। ১০. পৃথক মেকানিক্যাল ইউনিট (যেমন– পাওয়ার সাপ্লাই, ব্লোয়ার, বয়লার, থার্মোস্ট্যাট ইত্যাদি) থাকতে হবে। ১১. পরীক্ষাগার এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। ১২. প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি জনবল নিয়োগ করতে হবে এবং বিধিমালা-২০১১–এর ছকপত্র-৪ মোতাবেক তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
			১৩. ব্রুড সংগ্রহের ২-৩ দিনের মধ্যে হ্যাচারিতে আনতে হবে এবং ব্রুড ধরাকালে জালে রাখার সময় ২০ মিনিট হতে হবে। ১৪. ৪০ মিটারের চেয়ে বেশি গভীর সমুদ্র হতে বাগদা চিংড়ির ব্রুড সংগ্রহ করতে হবে।
৭	হ্যাচারি পরিচালার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১এর বিধি-৩(৩) এর তফশীল-১	(ক) হ্যাচারি পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় সাধারণ সুবিধাদি থাকতে হবে - ১। ডিজেল ইঞ্জিন ঃ ৫ বা তদূর্ধ অশ্ব-ক্ষমতা সম্পন্ন। ২। জেনারেটার ঃ ৫ কেভি বা তদূর্ধ ক্ষমতা সম্পন্ন। ৩। স্বাদু পানির পাম্প ঃ ১-২ অশ্ব-ক্ষমতা সম্পন্ন। ৪। সাবমার্সিবল পাম্প ঃ ০.৭৫"/০.৫ অশ্ব-ক্ষমতা সম্পন্ন। ৫। থার্মোমিটার। ৬। ইলেকট্রনিক ডিজিটাল ব্যালেন্স ঃ ০.০১ গ্রাম - ২০০ গ্রাম পর্যন্ত। ৭। ডায়াল ব্যালেন্স ঃ ৫০০ গ্রাম - ১০ কেজি পর্যন্ত। ৮। স্প্রিং ব্যালেন্স ঃ ১০ - ২০ কেজি পর্যন্ত। ৯। অটোমেটিক ইমারজেন্সি ল্যাম্প/চার্জার ল্যাম্প/টর্চ লাইট। ১০। রেফ্রিজারেটার। ১১। পিভিসি সাইফন এবং পাইপ। ১২। প্লাষ্টিক বালতি, মগ. বাটি, বিকার, গামলা ইত্যাদি ঃ ছোট/মাঝারি/বড় আকারের। ১৩। অক্সিজেন সিলিন্ডার ঃ মেডিক্যাল/বাণিজ্যিক। ১৪। কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ। ১৫। গ্রিফেন বিকার ঃ ১০/৫০/১০০/২৫০/৫০০/১০০০ মি.লি.। ১৬। গ্র্যাজুয়েটেড সিলিন্ডার ঃ ৫০/১০০/২৫০/৫০০/১০০০ মি.লি.। ১৭। টেস্ট টিউব, কনিক্যাল ফ্লাক্স, ফানেল, পিপেট, ড্রপার ইত্যাদি। ১৮। ডিসপোজেবল্ গ্লাভস্। ১৯। সেফটি গজ। ২০। ম্যাগনিফাইং গ্লাস। ২১। ফিল্ড ওয়াটার টেস্ট কিট (দ্রবীভূত অক্সিজেন, পি-এইচ, ক্ষারত্ব, হার্ডনেস, আয়রন, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, নাইট্রেট, নাইট্রাইট ইত্যাদি)। (খ) হ্যাচারি পরিচালনার সরঞ্জামাদি - ১। হ্যান্ড-নেট, স্কূপ-নেট, ব্রুড পরিবহনের ট্রলি, ক্যানভাস ট্যাংক, পলিথিন ব্যাগ, ঢাকনাসহ বালতি, ফোম, তোয়ালে। ২। ফিল্টার কাপড় (৫৬/১০০/১৫০ মেস্)।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
ঐ	ঐ	ঐ	উপরোল্লিখিত যন্ত্রপাতি ছাড়াও গলদা/বাগদা চিংড়ি হ্যাচারিতে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম থাকতে হবে : ১। এয়ার ব্লোয়ার ঃ ০.৫ অশ্ব ক্ষমতা বা তদূর্ধ (৩-ফেজ/৪৪০ ভোল্ট)। ২। স্বাদু পানির পাম্প ঃ ১/২ অশ্ব-ক্ষমতা, ১.৫"/৩" ব্যাস। ৩। ব্যাটারি অপারেটেড এ্যারেটার ঃ ৯-১২ ভোল্ট। ৪। ইমারশান হিটার (থার্মোস্ট্যাট সহ) ঃ ১/২/৩ কিলোওয়াট। ৫। রিফ্র্যাকটোমিটার ঃ এস-১০০/জাপান অরিজিন। ৬। ব্লেন্ডার, স্টিম-কুকার। ৭। আর্টিমিয়া হ্যাচিং ট্যাংক ঃ এফ.আর.পি. (ঢাকনা সহ), ৪০০/৫০০ লিটার। ৮। এয়ার কুলার ঃ ১.৫ টন। ৯। ফিল্টার সামগ্রী (কাঠ কয়লা, নুড়ি, পাথর, বালি, ঝিনুকের খোসা ইত্যাদি) ঃ পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত ও শুকনা। ১০। পি.এল. গননার বাটি ও চামুচ ঃ সাদা মেলামাইনের ও মাঝারি আকারের। ১১। এয়ার সুইচ, এয়ার ষ্টোন ঃ ছোট/বড় ক্যালিবার। ১২। এয়ার কানেক্টার ঃ টি-আকৃতি। ১৩। লিড ওয়েট। ১৪। লার্ভা ক্যাচ নেট ঃ কম-বেশি ১৫" ডায়া এবং ১৫০ মেস্ সাইজ। ১৫। পি.এল. ক্যাচ নেট ঃ কম-বেশি ১৫" ডায়া এবং ৫৬ মেস্ সাইজ। ১৬। আর্টিমিয়া ক্যাচ নেট ঃ কম-বেশি ১৫" ডায়া এবং ১০০/১২০ মেস্ সাইজ। ১৭। আর্টিমিয়া ক্যাচ ব্যাগ ঃ কম-বেশি ১৮"/৩৬" এবং ১০০/১২০ মেস্ সাইজ। ১৮। মাদার ক্যাচ নেট ঃ কম-বেশি লম্বা হাতলযুক্ত ডিপ-নেট।
৮	হ্যাচারির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১এর বিধি-৪(২)(খ) এর তফসিল-২ এর নং-১	চিংড়ি হ্যাচারিতে উত্তম স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলন ও অন্যান্য সম্ভাব্য দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে হ্যাচারি মালিক বা হ্যাচারি পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে- (ক) পরিশোধিত পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার, জীবাণুনাশক রাসায়নিক সামগ্রী এবং আলট্রা-ভায়োলেট (ইউ.ভি) রশ্মির সাহায্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
			(খ) অনুমোদিত ঔষধপত্র ব্যবহার করতে হবে এবং অননুমোদিত ঔষধপত্র ব্যবহার করা যাবে না। (গ) হ্যাচারিতে ব্যবহার্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার ইত্যাদির উৎস শনাক্তকরণ (Traceability) এর ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) হ্যাচারির কর্মচারী বা অন্য যে কোন ব্যক্তির মাধ্যমে পোনার রোগজীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। (ঙ) "পি.এল. উৎপাদন, হ্যান্ডলিং, সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত ছিল" মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (চ) "হ্যাচারির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত ছিল" মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (ছ) হ্যাচারিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার উপাদানের উৎস শনাক্তকরণের (Traceability) নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (জ) সকল রেকর্ডপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
৯	হ্যাচারির হাইজিন ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ন্ত্রণ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-২	চিংড়ি হ্যাচারির সার্বিক হাইজিন ব্যবস্থাপনা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে- (ক) উৎপাদন কাজ শুরু করার পূর্বে মাদার চিংড়ি কোয়ারেনটাইন, ম্যাচুরেশান, পি.এল. প্রতিপালন ও নার্সারি, আর্টিমিয়া হ্যাচিং ও ফাইটোপ্লাংকটন উৎপাদন ইউনিটসহ উৎপাদন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অবকাঠামো এবং আবাসিক ইউনিটসমূহ সংক্রমণমুক্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত করে তুলতে হবে। (খ) হ্যাচারিতে উৎপাদন কাজ শুরু করার পূর্বে প্রয়োজনীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সার্বিক জীবাণুমুক্তকরণের কাজ (Total Disinfection) সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ বা অন্য কোন উপযুক্ত জীবাণুনাশকের সাহায্যে সম্পূর্ণ হ্যাচারি ধৌত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
১০	হ্যাচারির নির্মাণ পরিকল্পনা	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফশীল-২ এর নং-৩	চিংড়ি হ্যাচারির নির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় নিম্নলিখিত শর্তাবলীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে- (ক) হ্যাচারির জৈব-নিরাপত্তা (বায়ো-সিকিউরিটি) নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অবকাঠোমোর প্রয়োজনীয় সংস্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জীবাণুমুক্তকরণ, বায়ুবাহিত জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাব্যতা ইত্যাদি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধা বিধান করতে হবে। (খ) হ্যাচারির অভ্যন্তরভাগ খোলামেলা হবে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রাখতে হবে। (গ) পোকা-মাকড়ের আক্রমণের সম্ভাব্যতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে উৎপাদন ইউনিটসমূহের দরজা, জানালা, ভেন্টিলেটার, নর্দমার মুখ ও অন্যান্য প্রবেশপথে পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণকারী জাল স্থাপন, আলোর ফাঁদ সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) পি.এল. প্রতিপালন ট্যাংকে পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, তাপমাত্রা মনিটর এবং রেকর্ড করার জন্য হিটার, বয়লার, থার্মোষ্টেট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। (ঙ) আবাসিক ব্যবস্থা, টয়লেট, বাথরুম এবং রান্নাঘরের নিষ্কাশন ব্যবস্থা হ্যাচারির উৎপাদন ইউনিটসমূহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং নিরাপদ দূরত্বে নির্মাণ করতে হবে। (চ) গ্রিণ-হাউসের অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় আলো প্রবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। (ছ) হ্যাচারির বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের নর্দমায় ঢাকনার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (জ) নর্দমা থেকে সকল প্রকার রোগজীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (ঝ) হ্যাচারিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক সামগ্রী পৃথক স্থানে নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে। (ঞ) পানির লবণাক্ততা, পি-এইচ, এ্যালকালিনিটি, তাপমাত্রা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কিট-বক্স এবং দক্ষ কর্মী থাকতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
১১	হ্যাচারির ময়লা আবর্জনা অপসারণ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-৪	রোগজীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হ্যাচারির ময়লা আবর্জনা অপসারণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে : (ক) হ্যাচারির ময়লা অবর্জনা রাখার পাত্র মুখ বন্ধ করা যায় এবং সহজে ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করা যায় এমন হতে হবে। (খ) আবর্জনা ফেলার পাত্র হ্যাচারির একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে এবং উক্ত পাত্রে আবর্জনা ফেলা নিশ্চিত করতে হবে। (গ) হ্যাচারির যাবতীয় ময়লা আবর্জনা দ্রুত, নিরাপদে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অপসারণ করতে হবে। (ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে হ্যাচারির আবর্জনা অপসারণ করতে হবে।
১২	হ্যাচারি কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-৫	চিংড়ি হ্যাচারির কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের দিকে খেয়াল রাখতে হবে : (ক) প্রত্যেক কর্মীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রত্যেক কর্মীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। (খ) হ্যাচারির অভ্যন্তরে কাজ করার সময় নির্ধারিত পোষাক পরিধান করতে হবে। (গ) উৎপাদন ইউনিটের প্রবেশ পথে জীবাণুনাশক দ্রবণ রাখতে হবে এবং প্রবেশ করার পূর্বে সকল কর্মীর উক্ত দ্রবণে পায়ের পাতা ও হাত ধৌত করা নিশ্চিত করতে হবে। (ঘ) রোগজীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এক ইউনিটের কর্মী অন্য কোন ইউনিটে যাতায়াত করতে পারবে না। (ঙ) সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত কর্মীকে হ্যাচারির কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। (চ) সংক্রামক রোগের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক কর্মীর ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (ছ) রোগমুক্ত এবং ঝুঁকিবিহীন উন্নত মানের পোনা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।
১৩	হ্যাচারি কর্মীদের প্রশিক্ষণ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-৬	উৎপাদন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও হ্যাচারি কর্মীদের হ্যাচারিতে জৈব-নিরাপত্তা বিধান, হ্যাসাপ বাস্তবায়ন, আদর্শ কর্ম-পদ্ধতি (SOP) অনুসরণ, হাইজিন রক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হ্যাচারি পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এর ফলে হ্যাচারি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কাজ সহজতর হবে এবং উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
১৪	হ্যাচারি মালিকের দায়িত্ব	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-৭	চিংড়ি হ্যাচারির মালিককে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন/নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে : (ক) ঝুঁকিবিহীন পি.এল. উৎপাদন ও সরবরাহ। (খ) হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি রোগজীবাণু এবং নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকেল ইত্যাদি নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিক বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মুক্ত। (গ) মাদার চিংড়ি এবং পোনার খাদ্যে নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকেল ইত্যাদি নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিক বা অন্যান্য নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়নি। (ঘ) সরবরাহকৃত পি.এল. নিরাপদ নয় প্রতীয়মান হলে সাথে সাথে তা বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। (ঙ) অননুমোদিত/নিষিদ্ধ ঘোষিত এন্টিবায়োটিক/অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির অবশিষ্টাংশ (Residue) নির্ণয়ের জন্য হ্যাচারিতে উৎপাদিত প্রতি ব্যাচের পি.এল.-এর নমুনা সংগ্রহ করে নির্ধারিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করতে হবে। (চ) নিষিদ্ধ ঘোষিত এন্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরাসরি অথবা উক্ত দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রী হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যাবে না। (ছ) পোনা উৎপাদন, প্রতিপালন, পরিবহন ও সংশ্লিষ্ট সকল কাজে জীবাণুমুক্ত এবং নির্ধারিত গুণাবলী সম্পন্ন (ভৌত, রাসায়নিক ও জীবতাত্ত্বিক গুণাবলী) পানি ব্যবহার করতে হবে। (জ) পোনার শরীরে বাহ্যিক ময়লা আবর্জনা বা বিষাক্ত বস্তুর দূষণ না ঘটার উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। (ঝ) পোনা প্রতিপালন ট্যাংকের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, মনিটর এবং রেকর্ড করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১৫	উৎস শনাক্তকরণ (Traceability)	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-৮	(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উৎস শনাক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে : (ক) মা-চিংড়ি সংগ্রহ (স্থান, পদ্ধতি, সময়, পানির গভীরতা, আহরণের পদ্ধতি ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ)। (খ) মা-চিংড়ি এবং পি.এল. এর খাদ্যসামগ্রী (নাম, প্রস্তুতকারক, লট ও ব্যাচ নং, মেয়াদ ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ)। (গ) হ্যাচারিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি (নাম, প্রস্তুতকারক, লট ও ব্যাচ নং, মেয়াদ ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ)। (ঘ) ব্যবহৃত অনুমোদিত এন্টিবায়োটিক (নাম, প্রস্তুতকারক, লট ও ব্যাচ নং, মেয়াদ ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ)। (২) সরবরাহকৃত পি.এল. উৎপাদনের ব্যাচ, ক্রেতা, বিক্রয়ের তারিখ, পরিমাণ, আকার/বয়স ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
১৬	হ্যাচারির নিজস্ব কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-৯	হ্যাচারির নিম্নরূপ নিজস্ব পরিবীক্ষণ (Monitoring) পদ্ধতি থাকতে হবে - (ক) নিঃশেষিত হওয়ার সময়কাল (Withdrawl period) বিবেচনা পূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদিত এন্টিবায়োটিক ব্যবহার। (খ) উৎপাদিত পোনাতে অনুমোদিত এন্টিবায়োটিক সামগ্রীর অবশিষ্টাংশের অনুপস্থিতি বা অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে উপস্থিতি সম্পর্কে চাষিকে নিশ্চয়তা প্রদান। (গ) উৎপাদিত পোনাতে অননুমোদিত এন্টিবায়োটিক সামগ্রীর অনুপস্থিতি সম্পর্কে চাষিকে নিশ্চয়তা প্রদান।
১৭	পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-১০	পর্যবেক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে : (ক) প্রতি ব্যাচের পি.এল.-এর নমুনা পৃথকভাবে সংগ্রহ করতে হবে। (খ) সংগৃহীত নমুনায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত পি.এল. অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১৮	পি.এল. সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-১১	হ্যাচারি থেকে সরবরাহকৃত পি.এল. সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যাদি চাষিকে অবহিত করতে হবে - (ক) প্রজাতির স্থানীয়, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক নাম। (খ) উৎপাদন পদ্ধতি। (গ) হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা। (ঘ) হ্যাচারির নিবন্ধন নম্বর।
১৯	পি.এল. সরবরাহের পাত্র বা ব্যাগ এবং ল্যাবেলিং	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-১১ ও ১২ এবং বিধি-১৩	● উৎপাদিত পি.এল. বিক্রয়ের জন্য দুইস্তর বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ/প্যাকেট ব্যবহার করতে হবে। ● অক্সিজেন ভর্তি অবস্থায় পি.এল মোড়কজাত করতে হবে। পি.এল. সরবরাহের প্যাকেটের বাহিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ নিশ্চিত করতে হবে : (ক) পোনা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত উপাদানের তালিকা। (খ) পোনা/পি.এল এর প্রজাতি। (গ) পি.এল.এর মোট পরিমাণ/সংখ্যা। (ঘ) পি.এল উৎপাদনের তারিখ এবং লট/ব্যাচ নং। (ঙ) পি.এল এর আকার ও বয়স। (চ) পি.এল WSSV মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা সম্পর্কিত তথ্য।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
			(ছ) ব্যাগের পানির লবণাক্ততা ও পি-এইচ মাত্রা। (জ) ব্যাগের পানির তাপমাত্রা। (ঝ) পি.এল. উৎপাদনকালে কোন এন্টিবায়োটিক অথবা রঞ্জক পদার্থ (Dye) ব্যবহার করা হলে তার নাম। (ঞ) হ্যাচারির নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর। (ট) "শুধুমাত্র মৎস্যবীজ হিসাবে ব্যবহার্য" শীর্ষক লেবেল।
২০	হ্যাচারিতে পি.এল. প্রতিপালনের পদ্ধতি	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-১৩	হ্যাচারিতে পি.এল. প্রতিপালনে হ্যাচাপ পদ্ধতি অনুশীলনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে- (ক) উত্তম পি.এল. প্রতিপালন ব্যবস্থাপনা (Good Aquaculture Practice/GAP) (খ) উত্তম হাইজিন ব্যবস্থাপনা (Good Hygiene Practice/GHP) (গ) উত্তম পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (Good Environmental Practice/GEP)
২১	ভোক্তার নিরাপদ স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-১৪	ভোক্তার স্বাস্থ্যহানির বিষয়ে নিরাপদ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে হ্যাচারিতে পি.এল. এবং এর প্রতিপালনের পরিবেশের দূষণ চিহ্নিত করতে হবে। পি.এল. প্রতিপালনে ব্যবহৃত পানি, খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, এন্টিবায়োটিক, ক্ষতিকর রোগজীবাণু ইত্যাদি পি.এল. এর শরীরে দূষণ সৃষ্টি করতে পারে। এসব দূষণ চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।
২২	পি.এল.এর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-১৫	হ্যাচারিতে পি.এল. প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণীত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সমূহ নিশ্চিত করতে হবে- (ক) পি.এল.কে সব ধরনের রোগজীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। (খ) হ্যাচারির মাটি, পানি, ব্যবহৃত খাদ্য, ঔষধ সামগ্রি, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির দ্বারা অথবা হ্যান্ডলিং বা দূষিত পদার্থের মাধ্যমে যেন পি.এল. সংক্রমিত না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২৩	হ্যাচারিতে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-১৬	তফসিল-২'এ উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যবস্থাদি ছাড়াও হ্যাচারি মালিককে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করতে হবে- (ক) পি.এল. প্রতিপালন, প্যাকিং এবং সংরক্ষণের জন্য নির্ধারত স্থান সমূহ পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। (খ) ব্যবহৃত পাত্র, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
			(গ) সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিধি মোতাবেক পানি শোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) সংক্রামক রোগ বহনকারী কর্মীকে হ্যাচারির কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। (ঙ) নিয়োগের পূর্বে প্রত্যেক কর্মীর ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রত্যেকের শরীরে কোন প্রকার সংক্রামক রোগের জীবাণুর অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। (চ) হ্যাচারির প্রত্যক কর্মচারীর জন্য "স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ" গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। (ছ) পি.এল. প্রতিপালনের ইউনিটে পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (জ) আবর্জনা, দূষিত দ্রব্যসামগ্রি এবং বর্জ্য পদার্থ স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিধিমোতাবেক অপসারণ করতে হবে। (ঝ) হ্যাচারির কর্মচারীদের মাধ্যমে রোগজীবাণু যেন পি.এল.-তে সংক্রমিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
২৪	হ্যাচারির বিভিন্ন রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১এর বিধি-৪(২)(খ) এর আওতায় তফসিল-২ এর নং-১৭ (তফসিল-২ এর নং-৮ এ বর্ণীত বিষয়াদি সহ)	হ্যাচারিতে নিম্নলিখিত রেকর্ডপত্রাদি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হবে : (ক) মাদার চিংড়ির উৎস, ক্রয়ের তারিখ এবং রোগজীবাণু নির্মূল সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র। (খ) পি.এল. এর বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র। (গ) উত্তম উৎপাদন ব্যবস্থাপনা অনুশীলন (GMP) সম্পর্কিত যাবতীয় রেকর্ডপত্র। (ঘ) উত্তম হাইজিন ব্যবস্থাপনা অনুশীলন (GHP) সম্পর্কিত যাবতীয় রেকর্ডপত্র।
২৫	সংকরায়নে বিধিনিষেধ	মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ এর ধারা-৬। এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৭	• সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন মৎস্য গবেষণা বা সম্প্রসারণ কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি সংকর জাতের মাছ উৎপাদন বা চাষের জন্য অবমুক্ত করতে পারবেনা। • সংকরায়নের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতের মাছ উৎপাদন ও অবমুক্ত করণের উদ্দেশ্য, প্রজাতির বিবরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সহ মহা পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকটে আবেদন করতে হবে। • উক্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষের সম্মতি বা অসম্মতি সম্পর্কে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
২৬	অন্তঃপ্রজনন নিষিদ্ধকরণ	মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ এর ধারা-৭	• কোন হ্যাচারিতে প্রণোদিত বা কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রজনন করা যাবে না।
২৭	আমদানি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ	মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ এর ধারা-৮	• মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিদেশ থেকে কোন জীবিত মৎস্য, রেনু, পোনা বা পি.এল. আমদানি করতে পারবেনা।
		মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৮	• আগ্রহী আমদানিকারক আমদানির উদ্দেশ্য, মৎস্য প্রজাতির বিবরণ, পরিমাণ, উৎস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সহ অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের বরাবরে আবেদন করতে হবে। উক্ত আবেদন যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষের সম্মতি বা অসম্মতি সম্পর্কে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানিয়ে দেওয়া হবে।
২৮	হ্যাচারিতে পি.এল. উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ	মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ এর ধারা-৯ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-৯	১. নিবন্ধন সনদে উল্লেখিত প্রজাতি ব্যতীত অন্য কোন প্রজাতির পোনা/পি.এল. উৎপাদন করা যাবেনা। ২. নিবন্ধন কর্মকর্তা অনুমোদিত বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা (মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ এর তফসিল-১০) অনুসারে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৩. বাগদা চিংড়ি পি.এল. বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হ্যাচারি মালিক কর্তৃক "উৎপাদিত পি.এল. ভাইরাসমুক্ত" মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে পিসিআর পদ্ধতির সাহায্যে বাছাইকৃত ভাইরাসমুক্ত মাদার চিংড়ি ব্যবহার করে ভাইরাসমুক্ত পরিবেশে উৎপাদিত পি.এল. পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে "ভাইরাসমুক্ত" নিশ্চিত হয়ে বিক্রয় করতে হবে। ৪. পি.এল. ক্রেতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/নার্সারি/খামারের নাম, ঠিকানা ও বিক্রয়ের পরিমাণ সহ বিস্তারিত তথ্যাদি রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষণ করতে হবে।
২৯	হ্যাচারি নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, প্রজাতি সংরক্ষণ ও মৎস্য উন্নয়ন	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-১০ তফসিল-২ এর নং-২	• আইনের বিধানাবলী পালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন সময় যে কোন হ্যাচারি ও উহার প্রাঙ্গণ পরিদর্শণ পূর্বক উপকরণাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি যাচাই, প্রজননক্ষম চিংড়ি, লার্ভা ও পি.এল, যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এতদ্‌সংক্রান্ত যে কোন লিখিত আদেশ দিতে পারবেন। • পরিদর্শণকারী মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালন করতে হ্যাচারি মালিক বাধ্য থাকবেন।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
			● হ্যাচারি নিয়ন্ত্রণ, প্রজাতি সংরক্ষণ, মৎস্য উন্নয়ন এবং যন্ত্রপাতি সংরক্ষণে হ্যাচারি মালিকগণকে উদ্বুদ্ধকরণে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উদ্যোগী হবেন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে হ্যাচারিতে রেনু/পি.এল. উৎপাদনে হ্যাচারি মালিকগণকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন।
৩০	অনুমোদিত ও অননুমোদিত দ্রব্যের তালিকা এবং অননুমোদিত দ্রব্য জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করণ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ এর বিধি-১১	১. আইনের ধারা-১১ অনুযায়ী মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর তফশীল-৩ এর গ্রুপ-এ এবং গ্রুপ-বি' তে উল্লেখিত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যাবে না। ২. আইনের ধারা-১১ অনুযায়ী মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর তফশীল-৩ এর গ্রুপ-সি' তে উল্লেখিত দ্রব্য হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যাবে। ৩. গ্রুপ-এ এবং গ্রুপ-বি' তে উল্লেখিত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য হ্যাচারিতে পাওয়া গেলে উক্ত দ্রব্যাদি এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জব্দ করবেন এবং নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। ৪. জব্দকৃত সামগ্রী ব্যবহারের স্বপক্ষে হ্যাচারি মালিক সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হলে ক্ষমতাপ্রপ্তে কর্মকর্তা উক্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।
৩০ (১)	ঐ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর তফসিল-৩ এর গ্রুপ-এ	মৎস্য চাষ ও মৎস্য পণ্য উৎপাদনে নিম্নলিখিত ক্ষতিকর রাসায়নিক সামগ্রি ব্যবহার করা যাবে না : ১। স্টীলবিন্‌স এবং তার সহযোগিয় লবণ ও তার এ্যাস্টার (গলদা/বাগদা হ্যাচারির জন্য উক্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করতে হবে)। ২। স্টেরয়েড। ৩। ইসি নির্দেশিত ২৩৭৭/৯০, ২৬ জুন ১৯৯০ এর সংযুক্তি ৪ এ উল্লেখিত ড্রাগসমূহ : (ক) ক্লোরামফেনিকল (খ) ক্লোরোফর্ম (গ) ক্লোরো প্রমাজিন (ঘ) কোলছিসিন (ঙ) ডেপসন (চ) ডাইমেট্রিডায়াজল (ছ) মেট্রোনিডায়াজল (জ) নাইট্রোফিউরান এবং (ঝ) রোনোডাজন হ্যাচারিতে উপরোক্ত ১, ২ ও ৩ ক্রমিকে বর্ণিত দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে হ্যাচারি মালিক বছরে একবার পরীক্ষা করতঃ তার প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবেন।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
৩০ (১)	ঐ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর তফশীল- ৩ এর গ্রুপ- বি	প্রাণির চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা যাবে এমন ঔষধপত্র এবং তার অবশিষ্টাংশ– ১। এন্টি ব্যাকটেরিয়াল দ্রব্য সমূহ, সালফোনিলামাইডস এবং কুইনোলনস। ২। (ক) অন্যান্য পশু বা প্রাণির চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ। (খ) এ্যাসথালমিনটিকস। ৩। অন্যান্য দ্রব্য এবং পরিবেশ হতে মিশ্রিত অবশিষ্টাংশ- (এ) PCBs সহ অরগানো-ক্লোরিন যৌগ। (বি) অরগানো-ফসফরাসের যৌগ। (সি) রাসায়নিক পদার্থ। (ডি) মাইকোটক্সিন। (ই) রং। হ্যাচারিতে উপরোক্ত ৩ (এ), (বি), (সি), (ডি), (ই) ক্রমিকে বর্ণিত দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে হ্যাচারি মালিক বছরে একবার পরীক্ষা করতঃ তার প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবেন।
৩০ (২)	ঐ	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১ এর তফশীল- ৩ এর গ্রুপ- সি	(ক) নিম্নলিখিত রাসায়নিক সামগ্রি USFDA এবং NFI অনুমোদিত উল্লেখিত মাত্রানুসারে হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যাবে : ১. ক্রোনিক গোনাডোট্রপিন ঃ স্পনিং কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য ব্রুডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে (২১ সিএফআর -৫২২-১০৮১)। ২. ফরমালিন দ্রবণ ঃ প্রোটোজোয়া, মনোজেনেটিক ট্রেমাটোড এবং ফাংগাস নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যাবে (২১ সিএফআর -৫২৯-১০৩০)। খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হবে এমন কোন মৎস্য বা তার মাংসল অংশে ব্যবহার করা যাবেনা। ৩. অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ঃ চিংড়ি ও মাছের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ দিন পর মৎস্য ধরা যাবে (২১ সিএফআর ৫৫৮- ৪৫০)। ৪. সালফাডাইমিথোক্সিন বা আরমেট্রপিন যৌগ ঃ চিংড়ি/মৎস্যে ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহারের কমপক্ষে ৪২ দিন পর মৎস্য ধরা যাবে। মৎস্যের মাংসল অংশে এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.১ পিপিএম (২১ সিএফআর ৫৫৬- ৬৪০)।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
			(খ) বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হ্যাচারিতে নিম্নবর্ণীত রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে হ্যাচারি মালিক বছরে একবার পরীক্ষা করতঃ উহার প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবেন- (১) লেড (২) মারকারী (৩) ক্যাডমিয়াম (৪) কপার (৫) আর্সেনিক (৬) জিংক (গ) বিভিন্ন কীটনাশকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ঃ (১) অরগানো ক্লোরিন ঃ ৫০.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (২) পিসিবিএস (PCBs) ঃ ৫০.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৩) এলড্রিন ঃ ০.০২ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৪) ডিডিটি ঃ ২.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৫) হেপ্টাক্লোর ঃ ২.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৬) ডাইএলড্রিন ঃ ২.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (ঘ) বিভিন্ন এন্টিব্যাকটেরিয়াল দ্রব্যের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ঃ (১) টেট্রাসাইক্লিন ঃ ৫০.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (২) অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ঃ ৩০.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৩) সালফা মিথোক্সিন ঃ ২৫.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৪) সালফা ডাইমিথোক্সিন ঃ ২৫.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৫) সালফা ডায়াজিন ঃ ২৫.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৬) সালফা থায়াজিন ঃ ২৫.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৭) এমোক্সিসিলিন ঃ ২৫.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৮) অক্সিলিনিক এসিড ঃ ৫.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (৯) ডাইফ্লক্সিন ঃ ১০.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (১০) ক্লোরো টেট্রাসাইক্লিন ঃ ৩০.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (১১) সালফোনিলামাইডস ঃ ৫০.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে (১২) কোইনোলনস ঃ ৫০.০ মাঃগ্রাঃ/কেজি মৎস্যের মাংসে

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
			(ঙ) রোগ প্রতিরোধে চিংড়ি হ্যাচারিতে নিম্নলিখিত রাসায়নিক সামগ্রি ও ঔষধপত্র ব্যবহার করা যাবে- (১) ব্লিচিং পাউডার (৬০-৬৫% ক্লোরিন)। (২) সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইড (তরল)। (৩) ফরমালিন (ল্যাব গ্রেড)। (৪) ফরমালিন (কমার্শিয়াল গ্রেড)। (৫) সোডিয়াম থায়োসালফেট। (৬) সোডিয়াম বাই-কার্বনেট। (৭) অক্সিটেট্রাসাইক্লিন। (৮) ট্রেফলন। (৯) প্রিফুরান। (১০) ইডিটিএ (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)। (১১) এ্যাকোয়াকালচার প্রো-বায়োটিক্স। (১২) জুথামসাইড/প্রোটোজোয়াসাইড। (১৩) মিথিলিন-ব্লু। (১৪) ভিটামিন প্রি-মিক্স/মাল্টিভিটামিন/ভিটামিন-সি। (১৫) এম.এস-২২২, চেতনানাশক। (১৬) কুইনালডিন, চেতনানাশক। (১৭) ক্লোভ অয়েল, চেতনানাশক। (১৮) খাবার লবণ, ছত্রাকনাশক ও জীবাণুনাশক।
৩১	নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষণ	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-১২ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ এর বিধি-১০	● মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার জন্য প্রজননক্ষম চিংড়ি, খোলস, লার্ভা, পি.এল, বা দেহের যে কোন অংশ, মৎস্য খাদ্য সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্য ও নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন। ● হ্যাচারি মালিক বা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ হ্যাচারিতে ব্যবহৃত সকল প্রকার দ্রব্যের পরিচিতি এবং উহা সংগ্রহের উৎস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবেন।
৩২	নিবন্ধন স্থগিতকরণ	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-১৬	● কোন হ্যাচারি মালিক বা হ্যাচারি পরিচালনার সাথে যুক্ত ব্যক্তি নিবন্ধনের কোন শর্ত পালন না করলে বা কোন শর্ত লঙ্ঘন করলে অথবা এ আইন/বিধিমালার কোন ধারা/বিধি বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানালে নিবন্ধন কর্মকর্তা উক্ত হ্যাচারির নিবন্ধন সনদ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবেন।

ক্রমিক নং	বিষয়	আইন ও বিধিমালার সূত্র	প্রতিপালনীয় বা করণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪
৩৩	নিবন্ধন বাতিলকরণ	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-১৫	● কোন হ্যাচারি মালিক বা হ্যাচারি পরিচালনার সাথে যুক্ত ব্যক্তি নিবন্ধনের কোন শর্ত ভঙ্গ করলে বা এ আইনের অধীনে কোন অপরাধে দন্ডিত হলে নিবন্ধন কর্মকর্তা কারন দর্শানোর সুযোগ প্রদান করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উক্ত হ্যাচারির নিবন্ধন বাতিল করতে পারবেন।
৩৪	প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপিল	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-১৭	(১) মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ বা মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১-এর কোন আদেশ বা কার্যক্রমে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/হ্যাচারি মালিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবেসের মধ্যে আপিল-কর্তৃপক্ষের নিকটে আপিল দায়ের করতে পারবেন। উক্ত আপিল-কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে আদালতে কোন প্রকার মামলা দায়ের করা যাবে না। (২) আপিল-আবেদন নিস্পত্তির জন্য সরকার কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট আপিল-কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। (৩) আপিল-আবেদন দাখিলের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল নিস্পত্তি করা হবে।
৩৫	কোম্পানী কর্তৃক সংগঠিত অপরাধ	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-১৯	● মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০ বা মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা-২০১১এর কোন বিধি-বিধান লঙ্ঘনকারী হ্যাচারি কোন নিগমিত কোম্পানীর (Incorporated) আওতাধীন হলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক বা কর্মকর্তা, যার জ্ঞাতসারে এবং অংশগ্রহণে অপরাধ সংঘটিত হয়, তিনি উক্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।
৩৬	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর ধারা-২৫	● মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ক্ষমতার আলোকে সরকার কর্তৃক যথাসময়ে "মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১" প্রনয়ণ করা হয়েছে।

Strengthening of Fishery and Aquaculture Food Safety and Quality Management System in Bangladesh, Department of Fisheries, Better Work and Standards Programme-Better Fisheries Quality (BEST-BFQ), UNIDO

www.fisheries.gov.bd